حُكْمُ تَارِكِ الصَّلَاةِ وَأَدَائِهَا مَعَ الْجَمَاعَةِ

وَيَلِيْهِ

بَعْضُ أَخْطَاءِ الْمُصَلِّيْنَ الشَّائِعَةُ

নামায ত্যাগ ও জামাতে নামায আদায়ের বিধান

এবং

নামাযীদের প্রচলিত কিছু ভুল-ভ্রান্তি

সংকলনেঃ

মোস্তাফিজুর রহমান বিন্ আব্দুল আজিজ

প্রকাশনায়ঃ

المركز التعاوني لدعوة وتوعية الجاليات بمدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن

বাদ্শাহ্ খালিদ্ সেনানিবাস প্রবাসী ধর্মীয় নির্দেশনা কেন্দ্র

পোঃ বক্স নং ১০০২৫ ফোনঃ ০৩-৭৮৭২৪৯১ ফ্যাক্সঃ ০৩-৭৮৭৩৭২৫

কে, কে, এম, সি. হাফ্র আল্-বাতিন ৩১৯৯১

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অবতরণিকাঃ

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্যে যিনি আমাদেরকে নিখাদ তাওহীদের দিশা এবং সুন্নাত ও বিদ'আতের পার্থক্যজ্ঞান দিয়েছেন। অসংখ্য সালাত ও সালাম তাঁর জন্যে যিনি আমাদেরকে তা-কিয়ামত সফল জীবন অতিবাহনের পথ বাতলিয়েছেন। তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবাদের প্রতিও রইল অসংখ্য সালাম।

প্রতিনিয়ত মসজিদে গমনকারী প্রতিটি ধর্মপ্রাণ মোসলমানই মসজিদের এই করুণ মুসল্লীশূন্যতা অবলোকন করে কমবেশী মর্মব্যথা অনুভব না করে পারেন না। আমি ও তাদেরই একজন। এ মহাগুরুত্বপূর্ণ মুসলিম জাতির বাহ্যিক নিদর্শনের প্রতি চরম অবহেলা থেকে উত্তরণের জন্য যে কোন সঠিক পন্থা অনুসন্ধান করা নিজস্ব ধর্মীয় কর্তব্য বলে জ্ঞান করি। তাই প্রথমতঃ সবাইকে মৌখিকভাবে জামাতে উপস্থিতির প্রতি উৎসাহ প্রদান ও তা থেকে পিছিয়ে থাকার ভয়ঙ্করতা বুঝাতে সচেষ্ট হই। কিন্তু তাতে কোন ফল পাওয়া যায়নি। ভাবলাম হয়তো বা কেউ মনযোগ দিয়ে শুনছেন না অথবা তা দীর্ঘক্ষণ ক্রিয়াশীল থাকার জন্য প্রয়োজনান্দাযকাল মনোন্তকরণে বিদ্ধকরণকর্ম সম্পাদিত হচ্ছে না। তাই লেখালেখিকে দ্বিতীয় মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করি ; অথচ আমি এ ক্ষেত্রে নবাগত। কতটুকু সফলকাম হতে পারবো তা আল্লাহ্ মালুম। তবুও প্রয়োজনের খাতিরে ভুল-ত্রুটির প্রচুর সম্ভাবনা পশ্চাতে রেখে ক্ষুদ্র কলম খানা হস্তে ধারণের দুঃসাহসিকতা দেখাচ্ছি। সফলতা তো একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই হাতে। তবে "নিয়্যাতের উপরই সকল কর্মের ফলাফল নির্ভরশীল" রাসূল মুখনিঃসৃত এ মহান বাণীই আমার দীর্ঘ পথসঙ্গী।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হচ্ছে এই যে, এ পুস্তিকাটিতে রাসূল ﷺ সম্পৃক্ত

যতগুলো হাদীস উল্লিখিত হয়েছে সাধ্যমত এর বিশুদ্ধতার প্রতি সযত্ন দায়িত্বশীল দৃষ্টি রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে নিদেনপক্ষে সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ আল্লামা নাসেরুদ্দীন আল্‌বানী (রাহিমাহুল্লাহ্) এর হাদীস শুদ্ধাশুদ্ধনির্ণয়ন নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও সকল যোগ্য গবেষকদের পুনর্বিবেচনার সুবিধার্থে প্রতিটি হাদীসের সাথে তার প্রাপ্তিস্থাননির্দেশ সংযোজন করা হয়েছে। তবুও সম্পূর্ণরূপে নিরেট নির্ভুল হওয়ার জোর দাবি করার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছি না।

শব্দ ও ভাষাগত প্রচুর ভুল-ভ্রান্তি বিজ্ঞ পাঠকবর্গের চক্ষুগোচরে আসা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে ভুল গুরুসামান্য যতটুকুই হোক না কেন লেখকের দৃষ্টিগোচর করলে চরম কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকবো। যে কোন কল্যাণকর পরামর্শ দিয়ে দাওয়াতী স্পৃহাকে আরো বর্ধিত করণে সর্বসাধারণের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি। আল্লাহ্ তা'আলা সবার সহায় হোন।

এ পুস্তিকা প্রকাশে যে কোন জনের যে কোন ধরনের সহযোগিতার জন্য সমুচিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে এতটুকুও কোতাহী করছি না। ইহপরকালে আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেককে আকাঙ্খাতীত কামিয়াব করুন তাই হচ্ছে আমার সর্বোচ্চ প্রত্যাশা। আমীন সুম্মা আমীন ইয়া রাব্বাল 'আলামীন।

সর্বশেষে জনাব শায়েখ আব্দুল হামীদ ফায়যী সাহেবের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে পারছিনে। যিনি অনেক ব্যস্ততার মাঝেও আমার আবেদনক্রমে পাণ্ডুলিপিটি আদ্যপান্ত অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখেছেন এবং তাঁর অতীব মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এর উত্তম প্রতিদান দিন এবং তাঁর জ্ঞান আরো বাড়িয়ে দিন এ আশা রেখে এখানেই শেষ করলাম।

লেখক

حُكْمُ تَـارِكِ الصَّلَاةِ

নামায ত্যাগকারীর বিধানঃ

আপনি নিজ পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ দিচ্ছেন অথচ তারা এতটুকুও কর্ণপাত করছে না, এমতাবস্থায় আপনার করণীয় কি হতে পারে? এ সম্পর্কে সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেমে দ্বীন সৌদি উচ্চ উলামা পরিষদের সদস্য জনাব মুহাম্মদ বিন সালেহ্ আল-'উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেনঃ

তারা যদি একেবারেই নামায না পড়ে তাহলে তারা কাফির, মুরতাদ ও শরীয়তের গন্ডী থেকে বহিস্কৃত। তাদের সাথে বসবাস করা আপনার জন্য জায়েয হবে না। তবে ধৈর্যের সাথে তাদেরকে বার বার দাওয়াত দিতে হবে। হয়তো কোন এক সময় আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে হিদায়েত দিয়ে দিবেন। কুর'আন, হাদীস, সাহাবাদের বাণী ও বিশুদ্ধ দৃষ্টিকোণ নামায ত্যাগকারী কাফির হওয়া প্রমাণ করে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ فَإِنْ تَابُوْا وَ أَقَامُوْا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ ﴾

(সূরা তাওবা : ১১)

অর্থাৎ অতএব তারা যদি তাওবা করে নেয় এবং নামায আদায় করে ও যাকাত দেয় তবে তারা তোমাদেরই মুসলিম ভাই।

অত্র আয়াত এটাই বুঝায় যে, তারা যদি এ কাজগুলো সম্পাদন না করে তাহলে তারা মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর এটা সবারই জানা কথা যে, গুনাহ্ যত বড়ই হোক না কেন তা মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধকে বিনষ্ট করে না। তবে তখনই ভ্রাতৃত্ববোধ বিনষ্ট হয় যখন কেউ ইসলামের গণ্ডী থেকে বের হয়ে যায়।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

بَيْنَ الرَّجُلِ وَ بَيْنَ الْكُفْرِ وَ الشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلَاةِ .

(মুসলিম, হাদীস ৮২ তিরমিযী, হাদীস ২৬১৯ ইবনে মাজাহ, হাদীস ১০৮৭)

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি এবং কুফর ও শিরকের মাঝে ব্যবধান শুধু নামায না পড়ারই। যে নামায ছেড়ে দিলো সে কাফির হয়ে গেলো।

রাসূল ﷺ আরো বলেনঃ

العَهْدُ الَّذيْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

(তিরমিযী, হাদীস ২৬২১ ইবনে মাজাহ, হাদীস ১০৮৮ মুস্তাদ্রাক, হাদীস ১১ আহমাদ, হাদীস ২২৯৮৭ বায়হাকী, হাদীস ৬২৯১ ইবনে হিব্বান/ইহ্সান, হাদীস ১৪৫৪ ইবনে আবী শায়বাহ, হাদীস ৩০৩৯৬ দারাকুত্বনী ২/৫২)

অর্থাৎ আমাদের ও কাফিরদের মাঝে ব্যবধান শুধু নামাযেরই। যে নামায ত্যাগ করলো সে কাফির হয়ে গেলো।

হযরত 'উমর رضي الله عنه বলেনঃ

لاَحَظَّ فِيْ الإِسْلاَمِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ

(বায়হাকী, হাদীস ১৫৫৯, ৬২৯১)

অর্থাৎ নামায ত্যাগকারী নির্ঘাত কাফির।

হযরত 'আলী رضي الله عنه বলেনঃ

مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَهُوَ كَافِرٌ

(বায়হাকী, হাদীস ৬২৯১)

অর্থাৎ যে নামায পড়ে না সে কাফির।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাসঊদ رضي الله عنه বলেনঃ

مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَلاَ دِيْنَ لَهُ

(বায়হাকী, হাদীস ৬২৯১)

অর্থাৎ যে নামায পড়ে না সে মোসলমান নয়।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন শাক্বীক তাবেয়ী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ

كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ لاَ يَرَوْنَ شَيْئاً مِنْ الأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلاَةِ

(তিরমিযী, হাদীস ২৬২২)

অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম নামায ছাড়া অন্য কোন আমল পরিত্যাগ করাকে কুফুরী মনে করতেন না।

কোন সুস্থ্য মস্তিষ্ক সম্পন্ন ব্যক্তি ও এমন মনে করবে না যে, কারোর অন্তরে এতটুকু হলেও ঈমান আছে অথচ সে নামাযের গুরুত্ব ও আবশ্যকতা জেনে শুনেও বরাবরই নামায পড়ছে না।

যারা নামায ত্যাগকারীকে কাফির বলে না তাদের প্রমাণাদি গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তা চারের এক অবস্থা থেকে খালি নয়। তা নিম্নরূপঃ

১. তারা যে প্রমাণাদি নিজের সপক্ষে উল্লেখ করে তা আদৌ তাদের সপক্ষে নয়।
২. প্রমাণগুলোতে এমন বিশেষণের উল্লেখ রয়েছে যা পাওয়া গেলে কেউ নামায না পড়ে থাকতে পারে না।
৩. প্রমাণগুলোতে এমন অবস্থার উল্লেখ রয়েছে যা পাওয়া গেলে কোন ব্যক্তি নামায না পড়লে তাকে অপারগ মনে করা হয়।
৪. প্রমাণগুলোর ব্যাপকতা রয়েছে যদ্দরুন নামায ত্যাগকারী কাফির হওয়ার হাদীসগুলো কর্তৃক ও গুলোকে নির্দিষ্ট করতে হবে।

এ ছাড়া ও কোন প্রমাণে এমন উল্লেখ নেই যে, নামায ত্যাগকারী মু'মিন অথবা সে জান্নাতে যাবে বা সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে ইত্যাদি। যদ্দরুন কুফর শব্দকে অকৃতজ্ঞতা তথা ছোট ধরণের কুফর কর্তৃক ব্যাখ্যা দেয়ার কোন মানে হয় না।

যখন আমরা জানতে পারলাম ; নামায ত্যাগকারী সত্যিকারার্থে কাফির তখন তার উপর মুরতাদের শরয়ী বিধান গুলো অনিবার্যভাবে প্রযোজ্য। বিধান গুলো নিম্নরূপঃ

১. নামায ত্যাগকারীর নিকট কোন নামাযী মেয়েকে বিবাহ্ দেয়া বৈধ নয়। এমনকি বিবাহ্ সম্পাদিত হলেও তা রহিত বলে গণ্য হবে। তার জন্য উক্ত নামাযী মহিলা হালাল হবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ فَإِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوْهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ، لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لاَ هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ ﴾

(সূরা মুম্‌তাহিনাহ্ : ১০)

অর্থাৎ যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা ঈমানদার মহিলা তাহলে তাদেরকে কাফিরদের নিকট পাঠিয়ে দিও না। ঈমানদার নারীরা কাফিরদের জন্য বৈধ নয়। তেমনিভাবে কাফিররাও ঈমানদার নারীদের জন্য বৈধ নয়।

২. কোন ব্যক্তি নামাযী ছিল তবে পরবর্তীতে সে নামায ছেড়ে দেয় অথচ তার স্ত্রী এখনো নামাযী তাহলে তাদের বিবাহ্ বন্ধন রহিত বলে গণ্য হবে এবং উক্ত স্ত্রী তার জন্য হালাল হবে না। তবে উক্ত স্ত্রীর সাথে সহবাস করে থাকলে পূর্ণ দেনমহর দিতে হবে। অন্যথায় অর্ধেক দিতে হবে।

৩. নামায ত্যাগকারী কোন পশু জবাই করলে তা খাওয়া জায়েয হবে না। কারণ, জবাইকৃত পশুটি হারাম হয়ে গেল। তবে নিজ ধর্মে অটল কোন ইহুদী বা খ্রীষ্টান কোন পশু জবাই করলে তা খাওয়া যাবে। তাহলে এটাই বুঝা যাচ্ছে যে, নামায ত্যাগকারীর জবাইকৃত পশু ইহুদী বা খ্রীষ্টানদের জবাইকৃত পশুর চাইতেও নিকৃষ্ট।

৪. নামায ত্যাগকারী ব্যক্তি মক্কা-মদীনা তথা উভয় হারাম শরীফের এলাকায় ঢুকতে পারবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوْا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ﴾

(সূরা তাওবা : ২৮)

অর্থাৎ হে মু'মিন সম্প্রদায়! মুশরিকরা একেবারেই অপবিত্র। অতএব তারা যেন এ বছরের পর মসজিদুল হারামের নিকটেও আসতে না পারে।

৫. নামায ত্যাগকারীর আত্মীয়-স্বজন কেউ মারা গেলে তার পরিত্যক্ত সম্পদের ভাগ সে পাবে না। যেমন কোন নামাযী ব্যক্তি একটি বেনামাযী ছেলে ও একজন নামাযী চাচাতো ভাই রেখে মারা গেল তখন তার পরিত্যক্ত পুরো সম্পদের মালিক হবে তার চাচাতো ভাই। তার ছেলে কিছুই পাবে না। কারণ, সে কাফির।

হযরত উসামা ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَيَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَ لاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

(বুখারী, হাদীস ৪২৮৩, ৬৭৬৪ মুসলিম, হাদীস ১৬১৪)

অর্থাৎ কোন মুসলমান কোন কাফিরের ওয়ারিশ হতে পারে না। তেমনিভাবে কোন কাফির কোন মুসলমানের ওয়ারিশ হতে পারে না।

রাসূল ﷺ আরো বলেনঃ

أَلْحِقُوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

(বুখারী, হাদীস ৬৭৩২, ৬৭৩৫, ৬৭৩৭, ৬৭৪৬ মুসলিম, হাদীস ১৬১৫)

অর্থাৎ শরীয়তে নির্ধারিত মিরাসের ভাগটুকু পাওনাদারদেরকে দিয়ে দাও। আর বাকী অংশটুকু নিকটাত্মীয় পুরুষেরই প্রাপ্য।

وُجُوْبُ أَدَاءِ الصَّلَوَاتِ فِيْ الْجَمَاعَةِ

জামাতে নামায পড়া ওয়াজিবঃ

মোসলমানদের অনেকেই জামাতে নামায পড়তে অলসতা করে এ মনে করে যে, আলেমদের কারো কারোর মতে জামাতে নামায পড়া ওয়াজিব নয়। বিষয়টি কিন্তু খুবই মারাত্মক ও জটিল। তাই আমি এ ব্যাপারে আলোচনা করা অধিক প্রয়োজনীয় মনে করছি। তিনি বলেনঃ

মূলতঃ নামায এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকন যার মাহাত্ম্য কোরআন ও হাদীসে বিষদভাবে আলোচিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন মাজীদে নামায প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বার বার তাগিদ দিয়েছেন। এমনকি নামায জামাতের সাথে আদায় করার ব্যাপারে পূর্ণ যত্নবান হতে নির্দেশ দিয়েছেন। তেমনিভাবে নামায আদায়ের প্রতি অবহেলা প্রদর্শনকে মুনাফিকী বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ حَافِظُوا عَلَىْ الصَّلَوَاتِ وَ الصَّلَاةِ الْوُسْطَىْ وَ قُوْمُوْا لِلهِ قَانِتِيْنَ ﴾

(সূরা বাকারা : ২৩৮)

অর্থাৎ তোমরা নামাযের প্রতি যত্নবান হও বিশেষকরে আসরের নামাযের প্রতি এবং তোমরা কায়মনোবাক্যে আল্লাহ্র জন্য দণ্ডায়মান হও।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নামাযের প্রতি যত্নবান হতে আদেশ করেছেন। আর যে ব্যক্তি জামাতের সাথে নামায আদায় করেনা সে নামাযের প্রতি কতটুকু যত্নবান তা সহজেই অনুধাবন করা যায়। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ أَقِيْمُوْا الصَّلَاةَ وَآتُوْا الزَّكَاةَ وَ ارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ ﴾

(সূরা বাকারা : ৪৩)

অর্থাৎ তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত আদায় কর এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর। অর্থাৎ নামায আদায়কারীদের সাথে নামায আদায় কর।

এ আয়াত জামাতে নামায আদায় করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট। কারণ, আয়াতের শেষাংশ থেকে নামায প্রতিষ্ঠাই যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে তা আয়াতের প্রথমাংশের সাথে সামঞ্জস্যহীনই মনে হয়। কেননা, আয়াতের প্রথমাংশে নামায প্রতিষ্ঠার আদেশ রয়েছে। তাই আয়াতের শেষাংশে তা পুনরুল্লেখের আর কোন প্রয়োজন থাকেনা। তাই বলতে হবে, আয়াতের শেষাংশে জামাতে নামায পড়ার আদেশ দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ وَ إِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَ لْيَأْخُذُوْا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَرَائِكُمْ وَ لْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَيْ لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ وَ لْيَأْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحَتَهُمْ ﴾

(সূরা নিসা : ১০২)

অর্থাৎ যখন আপনি তাদেরকে নিয়ে নামায পড়তে যান তখন তাদের এক দল যেন অস্ত্রসহ আপনার সাথে নামায পড়তে দাঁড়ায়। অতঃপর তারা সিজদাহ সম্পন্ন করে যেন আপনার পেছনে চলে আসে। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় দলটি যারা পূর্বে নামায পড়েনি আপনার সাথে যেন নামাজ পড়ে নেয়। তবে তারা যেন সতর্কতা ও অস্ত্রধারণাবস্থায় থাকে। উক্ত আয়াতে যুদ্ধাবস্থায় জামাতে নামায পড়ার পদ্ধতি শেখানো হচ্ছে। যদি পরিবেশ শান্ত থাকাবস্থায় জামাতে নামায পড়ার ব্যাপারে কোন ছাড় থাকতো তাহলে যুদ্ধাবস্থায় জামাতে নামায পড়ার পদ্ধতি শেখানোর কোন প্রয়োজন অনুভব হতো না। যখন তা হয়নি তখন আমাদেরকে বুঝতেই হবে, জামাতে নামায আদায় করা নিহায়েত গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব। তাই ওযর ছাড়া কারোর জন্য ঘরে নামায পড়া জায়েয নয়।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ ও কিন্তু জামাতে নামায পড়ার ব্যাপারে কম গুরুত্ব দেননি। বরং তিনি যারা জামাতে উপস্থিত হচ্ছে না তাদের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন।

হযরত আবু হুরাইরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصّلاَة فَتُقَامَ ، ثُمَّ آمُرَرَجُلاً فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِــقَ مَعِيْ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَىْ قَوْمٍ لاَيَشْهَدُوْنَ الصَّلاَةَ فَأُحَرِّقَ عَلَــيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ بِالنَّارِ.

(বুখারী, হাদীস ৬৪৪, ৬৫৭, ২৪২০ মুসলিম, হাদীস ৬৫১ আবু দাউদ, হাদীস ৫৪৮)

অর্থাৎ আমার ইচ্ছে হয় কাউকে নামায পড়ানোর দায়িত্ব দিয়ে লাকড়ির বোঝাসহ কিছু সংখ্যক লোক নিয়ে তাদের পিছু নেই যারা জামাতে উপস্থিত হয়না এবং তাদের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেই।

যে ব্যক্তি শরয়ী অজুহাত ছাড়াই ঘরে নামায পড়লো তার নামায আদায় হবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِىَ بِالصَّلاَةِ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنِ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلاَةُ الَّتِــيْ صَلَّى ، قِيْلَ: وَمَا الْعُذْرُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ

(আবু দাউদ, হাদীস ৫৫১ বায়হাকী, হাদীস ৫৪৩১)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুয়ায্যিনের আযান শুনেও মসজিদে না গিয়ে ঘরে নামায পড়ল অথচ তার নিকট মসজিদে উপস্থিত না হওয়ার শরয়ী কোন ওযর নেই তাহলে তার আদায়কৃত নামায আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। সাহাবারা বললেনঃ হে আল্লাহ্’র রাসূল! আপনি ওযর বলতে কি ধরনের ওযর বুঝাতে চাচ্ছেন? তিনি বললেনঃ ভয় অথবা রোগ।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ ثُمَّ لَمْ يُجِبْ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ

(বায়হাকী, হাদীস ৪৭১৯, ৫৩৭৫)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আযান শুনেও মসজিদে উপস্থিত হয়নি অথচ তার কোন ওযর নেই। তাহলে তার নামায হবে না।

হযরত 'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

مَنْ سَمِعَ الْمنَادِىَ فَلَمْ يُجِبْ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، لَمْ يَجِدْ خَيْراً وَ لَمْ يُرَدْ بِهِ

(ইবনে আবী শায়বাহ, হাদীস ৩৪৬৬)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আযান শুনেও মসজিদে উপস্থিত হয়নি অথচ তার কোন ওযরই ছিলো না সে কল্যাণপ্রাপ্ত নয় অথবা তার সাথে কোন কল্যাণ করার ইচ্ছেই করা হয়নি।

হযরত আবদুল্লাহ বিন্ মাস্'ঊদ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَ مَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلاَةِ إِلاَّ مُنَافِقٌ عُلِمَ نِفَاقُهُ أَوْ مَرِيْضٌ. إِنْ كَانَ الْمَرِيْضُ لَيَمْشِيْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلاَةَ ، وَ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى وَ إِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلاَةُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِيْ يُؤَذَّنُ فِيْهِ

(মুসলিম, হাদীস ৬৫৪)

অর্থাৎ আমাদের মধ্যে নিশ্চিত মুনাফিক ও রুগ্ন ব্যক্তি ছাড়া কেউই জামাতে উপস্থিত হওয়া থেকে বিরত থাকতো না। এমনকি আমরা দেখতাম রুগ্ন ব্যক্তি ও দু'ব্যক্তির কাঁধে ভর দিয়ে জামাতে উপস্থিত হতো। রাসূল ﷺ আমাদেরকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন। আর জামাতে নামায পড়ার নির্দেশ সঠিক পথের দিশা বৈ কি?

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'ঊদ ﵁ আরো বলেনঃ

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَىْ اللهَ غَداًمُسْلِماً فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلاَءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَىْ بِهِنَّ ،

فَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ سُنَنَ الْهُدَى وَ إِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى ، وَ لَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوْتِكُمْ كَمَا يُصَلِّيْ هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِيْ بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ ، وَ لَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ ، وَ مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُوْرَ ثُمَّ يَعْمَدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوْهَا حَسَنَةً وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً ، وَ يَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً ، وَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَ مَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلاَّ مُنَافِقٌ مَعْلُوْمُ النِّفَاقِ. وَ لَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَي بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ

(মুসলিম, হাদীস ৬৫৪ আবু দাউদ, হাদীস ৫৫০)

অর্থাৎ যার ইচ্ছে হয় পরকালে আল্লাহ্'র সাথে মুসলিম রূপে সাক্ষাৎ দিতে সে যেন জামাতে নামায পড়তে সযত্ন হয়। আল্লাহ্ তা'আলা নবী ﷺ কে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন। আর জামাতে নামায পড়া তারই অন্তর্ভুক্ত। তোমরা যদি ঘরে নামায পড়ুয়া অলসের ন্যায় ঘরে নামায পড় তাহলে নিশ্চিতভাবে তোমরা নবী ﷺ প্রদর্শিত সঠিক পথ থেকে সরে পড়লে। আর তখনই তোমরা পথভ্রষ্ট। যে কেউ সুন্দরভাবে পবিত্রতার্জন করে মসজিদগামী হয় আল্লাহ্ তা'আলা তাকে প্রতি কদমের বদৌলতে একটি করে পুণ্য দিবেন ও একটি করে অবস্থান উন্নীত করবেন এবং একটি করে গুনাহ মুছে দিবেন। আমাদের মধ্যে নিশ্চিত মুনাফিক ছাড়া কেউ জামাতে উপস্থিত হওয়া থেকে বিরত থাকতো না। এমনকি কেউ কেউ দু'জনের কাঁধে ভর দিয়েও জামাতে উপস্থিত হতো।

হযরত আবু হুরাইরা رضي الله عنه থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ

أَنَّ رَجُلاً أَعْمَى قَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ! لَيْسَ لِيْ قَائِدٌ يُلاَئِمُنِيْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهَلْ لِيْ رُخْصَةٌ أَنْ أُصَلِّيَ فِيْ بَيْتِيْ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ–: هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ: فَأَجِبْ

(মুসলিম, হাদীস ৬৫৩)

অর্থাৎ জনৈক অন্ধ সাহাবি রাসূল ﷺ কে বললেনঃ আমাকে মসজিদে নিয়ে আসার মতো কোন লোক নেই। তাই আমাকে ঘরে নামায পড়তে অনুমতি দিবেন কি? নবী ﷺ তাকে বললেনঃ তুমি কি আযান শুনতে পাও? সে বললোঃ জি হ্যাঁ! তিনি বললেনঃ তাহলে তোমাকে মসজিদে আসতে হবে।

এ ছাড়াও মসজিদে উপস্থিত হয়ে জামাতে নামায পড়া ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে আরো অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে যা এ স্বল্প পরিসরে উল্লেখের কোন প্রয়োজন নেই। তাই প্রতিটি মুসলমানের একান্ত কর্তব্য হলো, জামাতে নামায পড়ার ব্যাপারে আরো বেশী যত্নবান হওয়া এবং নিজ ছেলে-সন্তান, পরিবারবর্গ, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী এমনকি সকল মুসলিম ভাইদেরকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করা। আর তখনই আমরা মুনাফিকী থেকে মুক্তি পাবো।

আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের চরিত্র বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেনঃ

﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ يُخَادِعُوْنَ اللهَ وَ هُوَخَادِعُهُمْ وَ إِذَا قَامُوْا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوْا كُسَالَى يُرَاؤُوْنَ النَّاسَ وَ لاَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ إِلاَّ قَلِيْلاً. مُذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ إِلَى هَؤُلاَءِ وَ لاَ إِلَى هَؤُلاَءِ وَ مَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيْلاً ﴾

(সূরা নিসা : ১৪২)

অর্থাৎ মুনাফিকরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ধোকা দেয়। আল্লাহ্ তা'আলা উহার প্রতিদান দিবেন। তারা অলস মনে নামায পড়তে দাঁড়ায় লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে। তারা আল্লাহ্কে কমই স্মরণ করে। তারা সর্বদা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে নিমজ্জিত থাকে। না এদিক না ওদিক। যাকে আল্লাহ্ তা'আলা পথভ্রষ্ট করে আপনি কখনো তাকে সুপথ দেখাতে পারেন না।

আর একটি ব্যাপার হচ্ছে, যে জামাতে নামায আদায় করা থেকে পিছিয়ে থাকে সে পরবর্তীতে সম্পূর্ণরূপে নামাযই ছেড়ে দেয়। নামাযের গুরুত্ব ও উহার প্রতি যত্নবান হওয়া এবং উহার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে যা এ স্বল্প পরিসরে উল্লেখ করা যাচ্ছে না।

সত্য যখন প্রমাণ সহ সুস্পষ্ট হয়ে যায় তখন তা প্রত্যাখ্যান করা কারোর জন্য জায়িয নয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَ الرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيْلاً ﴾

(সূরা নিসা : ৫৯)

অর্থাৎ তোমরা কোন বিষয় নিয়ে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে উহার সঠিক সমাধানের জন্য কোরআন ও হাদীসকেই বিচারক সাব্যস্ত কর যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী হয়ে থাকো। তাই হবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর ও শ্রেষ্ঠতর পরিসমাপ্তি।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴾

(সূরা নূর : ৬৩)

অর্থাৎ যারা রাসূল ﷺ এর আদেশ অমান্য করে তাদের সতর্ক থাকা আবশ্যক এ আশংকায় যে, তাদের উপর নেমে আসবে বিপর্যয় অথবা আপতিত হবে কঠিন শাস্তি।

এছাড়াও জামাতে নামায পড়ার অনেক ফায়দা রয়েছে। পরস্পর পরিচিতি, আল্লাহ্ভীরুতা ও নেক কাজে সহযোগিতা, সত্যের পথে চলা ও উহার উপর অবিচল থাকার উপদেশ প্রদান, সর্বদা জামাতে নামায আদায় করতে উৎসাহ প্রদান, অশিক্ষিতদের শিক্ষা প্রদান, মুনাফিকদের চোখে জ্বালা সৃষ্টিকরণ, আল্লাহ্'র নিদর্শনকে সমুন্নত করণ ও উহার প্রতি কথা ও কাজের মাধ্যমে অন্যদেরকে আহ্বান ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতের সাথে আদায় করার তৌফিক দিন। আমীন।

بَعْضُ أَخْطَاءِ الْمُصَلِّيْنَ الشَّائِعَةُ
নামাযীদের প্রচলিত ভুল-ভ্রান্তি ঃ

নামাযের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং তা যথাযোগ্যরূপে আদায়ের মানসে যাতে আমরা এ গুরু দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেতে পারি এবং কাংখিত পুণ্য হাসিল করতে পারি সে জন্য কিছু প্রচলিত ভুল-ভ্রান্তির প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যা নিম্নরূপঃ

১. নামায বা রুকু' পাওয়ার জন্য দ্রুত পদে মসজিদে আগমন।

কারণ, তাতে মনের স্থিরতায় ব্যাঘাত ঘটে। নামাযের অসম্মান হয়। নামাযীদের অসুবিধে হয়।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَأْتُوْهَا تَسْعَوْنَ وَ أْتُوْهَا تَمْشُوْنَ وَ عَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةَ ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا، وَ مَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا

(বুখারী, হাদীস ৯০৮ মুসলিম, হাদীস ৬০২)

অর্থাৎ যখন নামাযের ইকামত দেয়া হয় তখন তোমরা দ্রুত গতিতে মসজিদে আসবে না। বরং ধীর পদে তোমরা নামাযে আসবে এবং শান্ত চিত্তে মসজিদে উপস্থিত হবে। অতঃপর তোমরা ইমামের সাথে যতটুকু নামায পাবে তা পড়বে। আর যতটুকু ছুটে গিয়েছে তা আদায় করে নিবে।

২. দুর্গন্ধযুক্ত কোন বস্তু যেমনঃ পিয়াজ, রসুন, বিড়ি, সিগারেট ও হুঁকো ইত্যাদি খেয়ে বা পান করে সরাসরি মসজিদে চলে আসা।

কারণ, এতে ফেরেস্তা ও মুসল্লীয়ানে কেরাম কষ্ট পান।

৩. ইমাম সাহেবের সাথে দ্রুত রুকু ধরতে গিয়ে তাকবীরে তাহরীমা (নামায শুরু করার তাকবীর) **রুকু যাওয়া অবস্থায় আদায় করা।** কারণ, তাকবীরে তাহরীমা দাঁড়িয়ে দিতে হয়। তবে দ্রুততার কারণে রুকুর তাকবীর না দিলেও চলবে।

৪. নামাযে দাঁড়িয়ে ডানে, বামে, সামনে ও উপরের দিকে তাকানো। তাতে নামাযে ভুল হয়ে যায় এবং মনে অনেক ধরণের ভাবের উদ্রেক ঘটে। অথচ নামাযীকে সিজদাহের জায়গার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার আদেশ করা হয়েছে।

৫. নামাযে দাঁড়িয়ে অযথা খুব নড়াচড়া করা। যেমনঃ আঙ্গুল মোটন-স্ফোটন, নখ পরিষ্কার করণ, বারবার উভয় পা নাড়ানো, গোৎরা-এ'কাল (যা গোৎরার উপর পেঁচানো হয়) বা রুমাল ও চাদর ঠিক করতে থাকা, ঘড়ির দিকে তাকানো, বুতাম ঠিক করা ইত্যাদি।

৬. রুকু, সেজদাহ, উঠা, বসা ইত্যাদিতে ইমাম সাহেবের আগে যাওয়া, সাথে সাথে যাওয়া অথবা অনেক পরে যাওয়া। অথচ যে কোন কাজ ইমাম সাহেবের একটু পরেই করতে হবে। অর্থাৎ ইমাম সাহেব যখন তাকবীর দিয়ে পুরোপুরি রুকুতে চলে যাবেন তখন মুক্তাদিগণ রুকু করতে অগ্রসর হবেন। তেমনিভাবে ইমাম সাহেব যখন তাকবীর দিয়ে সিজদার জন্য জমিনে কপাল ঠেকাবেন তখনই মুক্তাদিগণ তাকবীর দিয়ে সিজদায় যাবেন। ইমাম সাহেবের আগে, বহু পরে ও সমানতালে কোন রুকন আদায় করা যাবে না।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أَمَا يَخْشَى الَّذِيْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْيُحَوِّلَ صُوْرَتَهُ صُوْرَةَ حِمَارٍ

(বুখারী, হাদীস ৬৯১ মুসলিম, হাদীস ৪২৭ আবু দাউদ, হাদীস ৬২৩)

অর্থাৎ ওই ব্যক্তি কি ভয় পাচ্ছে না যে ইমাম সাহেবের পূর্বেই রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে নেয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার মাথাকে গাধার মাথায় রূপান্তরিত করবেন অথবা তার গঠনকে গাধার গঠনে পরিণত করবেন।

রাসূল ﷺ আরো বলেনঃ

الإِمَامُ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَ يَرْفَعُ قَبْلَكُمْ

(মুসলিম, হাদীস ৪০৪ ইবনে খুযাইমা, হাদীস ১৫৯৩)

অর্থাৎ ইমাম সাহেব তোমাদের আগেই রুকু করবেন এবং তোমাদের আগেই রুকু থেকে মাথা উঠাবেন।

তিনি আরো বলেনঃ

لاَ تَسْبِقُوْنِيْ بِالرُّكُوْعِ وَ لاَ بِالسُّجُوْدِ وَ لاَ بِالْقِيَامِ وَ لاَ بِالْقُعُوْدِ وَ لاَ بِالاِنْصِرَافِ

(মুসলিম, হাদীস ৪২৬)

অর্থাৎ তোমরা আমার আগে রুকু, সিজদাহ, উঠা, বসা ও সালাম আদায় করবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ও হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) কোন রুকন আদায়ে ইমামের অগ্রবর্তীকে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ

لاَ وَحْدَكَ صَلَّيْتَ وَ لاَ بِإِمَامِكَ اقْتَدَيْتَ

(রিসালাতুল ইমাম আহমাদ্)

অর্থাৎ (তোমার নামাযই হয়নি) না তুমি একা পড়লে না ইমাম সাহেবের সাথে পড়লে।

রাসূল ﷺ বলেনঃ

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَ لاَتُكَبِّرُوْا حَتَّى يُكَبِّرَ ، وَ إِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَ لاَ تَرْكَعُوْا حَتَّى يَرْكَعَ

(বুখারী, হাদীস ৩৭৮, ৮০৫, ১১১৪ মুসলিম, হাদীস ৪১৪, ৪১৭ আবু দাউদ, হাদীস ৬০৩)

অর্থাৎ ইমাম সাহেব হচ্ছেন অনুসরণীয়। তাই তিনি তাকবীর সমাপ্ত করলে তোমরা তাকবীর বলবে। তোমরা কখনো তাকবীর বলবে না যতক্ষণ না তিনি তাকবীর বলেন। তিনি রুকুতে চলে গেলেই তোমরা রুকু শুরু করবে। তোমরা রুকু করবে না যতক্ষণ না তিনি রুকু করেন।

তিনি আরো বলেনঃ

إِذَا كَبَّرَ الإِمَامُ فَكَبِّرُوْا وَ إِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَارْفَعُوْا وَ قُوْلُوْا رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ وَ إِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا

(বুখারী, হাদীস ৭২২, ৭৩৪, ৮০৫ মুসলিম, হাদীস ৪১৪)

অর্থাৎ যখন ইমাম সাহেব তাকবীর সমাপ্ত করবেন তখন তোমরা তাকবীর বলবে। আর যখন তিনি রুকুতে চলে যাবেন তখন তোমরা রুকু শুরু করবে। আর যখন তিনি রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে "সামি'আল্লাহু লিমান্ হামিদাহ্" বলবেন তখন তোমরা রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে"রাব্বানা ওয়া লাকাল্ হাম্দ" বলবে। আর যখন তিনি সিজদায় যাবেন তখন তোমরা সিজদাহ্ শুরু করবে।

হযরত বারা বিন 'আযিব (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا انْحطَّ لِلسُّجُوْدِ لاَ يَحْنِيْ أَحَدٌ ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ جَبْهَتَهُ عَلَى الأَرْضِ

(বুখারী, হাদীস ৬৯০, ৮১১ মুসলিম, হাদীস ৪৭৪ আবু দাউদ, হাদীস ৬২১)

অর্থাৎ নবী ﷺ যখন সিজদাহ্র জন্যে ঝুঁকে পড়তেন আমাদের কেউ নিজ পৃষ্ঠদেশ বাঁকা করতো না যতক্ষণ না নবী ﷺ নিজ কপাল জমিনে রাখতেন।

৭. কোন প্রয়োজন ছাড়াই তারাবিহের নামাযের মধ্যে কোর'আন শরীফ দেখে দেখে পড়া বা দেখে দেখে ইমাম সাহেবের অনুসরণ

করা। কারণ, তা অপ্রয়োজনীয় কাজে রত থাকার শামিল। তবে ইমাম সাহেবকে লোকমা দেয়ার প্রয়োজনানুযায়ী তা করা যেতে পারে।

৮. রুকুর মধ্যে পিঠ বাঁকিয়ে বা মাথা উঁচু-নিচু করে রাখা। অথচ রুকুর মধ্যে পিঠ ও মাথা সমতল রাখতে হয়।

৯. সুন্দরভাবে সেজদা না করা। যেমনঃ পাগড়ীর পেঁচের উপর সেজদা করা। তাতে কপাল জমিন স্পর্শ করেনা। তেমনিভাবে নাক উঁচিয়ে শুধু কপালের উপর সিজদা করা অথবা জমিন থেকে উভয় পা উঠিয়ে রাখা ইত্যাদি। অথচ সিজদাহ্ করতে হবে সাতটি অঙ্গের উপর।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَىْ سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ– وَ أَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ– الْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ

(বুখারী, হাদীস ৮০৯, ৮১২ মুসলিম, হাদীস ৪৯০, ৪৯১ আবু দাউদ, হাদীস ৮৯১, ৮৯৪)

অর্থাৎ আমাকে সাতটি হাড়ের উপর সিজদা করতে আদেশ করা হয়েছে। কপাল (নাক সহ) দু'হাত, দু'হাঁটু এবং দু'পায়ের আঙ্গুল সমূহ।

১০. ইমাম সাহেব দ্রুত নামাযের রুকন গুলো আদায় করা। তাতে মুক্তাদিগণ ঠিকমত প্রয়োজনীয় তাসবীহ্ আদায় করতে পারেনা বা ইমামের অনুসরণ করতে কষ্ট হয়। আর এ কাজটি নামাযের গুরুত্বপূর্ণ একটি রুকন "একাগ্রতা" বিরোধী যা অবশ্য পালনীয়। তাই রুকু এবং সিজদায় অতটুকু সময় অবস্থান করতে হবে যাতে মুক্তাদিগণ ধীর-স্থিরভাবে তিনবার তাসবীহ আদায় করতে পারে।

১১. তাশাহ্হুদ (আত্তাহিয়্যাতু) পড়া থেকে শুরু করে সালাম ফেরানো পর্যন্ত শাহাদাত অঙ্গুলি (তর্জনী) **কর্তৃক ইশারা না করা ও**

তা বরাবর নাড়তে না থাকা। অথচ তা বিশুদ্ধ হাদীস কর্তৃক প্রমাণিত।

হযরত ওয়া'য়িল বিন্ 'হুজ্‌র ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমার মনে একদা ইচ্ছে জেগেছিলো যে, আমি রাসূল ﷺ এর নামায পড়া দেখবো। অতঃপর তিনি একদা রাসূল ﷺ এর নামায পড়া দেখছিলেন। তাঁর স্বচক্ষে দেখা চিত্রের বর্ণনায় তিনি বলেনঃ

ثُمَّ قَعَدَ ... ثُمَّ رَفَعَ أُصْبُعَهُ وَ رَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا ، يَدْعُوْ بِهَا

(আহ্‌মাদ্ ৪/৩১৮ আবু দাউদ, হাদীস ৯৮৯ ইব্‌নু খুযাইমাহ্, হাদীস ৪৮০, ৭১৪ মুন্তাক্বা', হাদীস ২০৮ ইব্‌নু হিব্বান/ মাওয়ারিদ্ হাদীস ১৮৫১ বায়হাক্বী ২/২৭, ২৮, ১৩২ ত্বাবারানী/ কাবীর ২২/৩৫)

অর্থাৎ অতঃপর তিনি বসলেন। ... তারপর নিজ (তর্জনী) অঙ্গুলিটি উঠালেন। তিনি বলেনঃ আমি দেখেছিঃ তিনি অঙ্গুলিটি নেড়ে নেড়ে দো'আ করছেন।

শুধু ইশারা করা ও অঙ্গুলি না নাড়ানোর হাদীসটি দুর্বল।

কেউ কেউ বলেনঃ শুধু শাহাদাত পড়া বা আল্লাহ্'র নাম উচ্চারণের সময়টুকুতেই শাহাদাত অঙ্গুলি কর্তৃক ইশারা করতে হয়। উক্ত অভিমতটি যুক্তিসঙ্গত হলেও তা হাদীস কর্তৃক প্রমাণিত নয়। সুতরাং তা মানা যায়না।

১২. ডানে-বাঁয়ে সালাম ফেরানোর সময় হাত দিয়ে ইশারা করা।

হযরত জাবির বিন্ সামুরাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَا لِيْ أَرَاكُمْ تَرْفَعُوْنَ أَيْدِيَكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ ، فَتَرَكُوْا الرَّفْعَ وَاكْتَفَوْا بِالاِلْتِفَاتِ

(মুসলিম, হাদীস ৪৩১)

অর্থাৎ তোমাদের কি হয়েছে, অবাধ্য ঘোড়ার লেজের ন্যায় হাত উঠাচ্ছো কেন? অতঃপর সাহাবারা হাত উঠানো বন্ধ করে দেয় এবং তারা ডানে-বাঁয়ে

মুখ ফিরিয়েই সালাম আদায় করতে থাকে।

১৩. অনেকেই প্যান্ট-শার্ট পরে নামায পড়তে যায়। কিন্তু কারো কারোর শার্ট ছোট হওয়ার দরুন সিজদা দেয়ার সময় পিঠ ও পাছার কিছু অংশ খোলা অবস্থায় পেছনের মুসল্লীদের নজরে পড়ে। তাতে নামায নষ্ট হয়ে যায়। কারণ, পাছা ঢেকে রাখা ওয়াজিব।

১৪. আবার অনেকে সালাম ফেরানোর পর ডানে-বাঁয়ের লোকদের সাথে মোসাফাহা করেন। এ কাজটি সম্পূর্ণরূপে বিদ'আত।

১৫. আবার অনেকে ফরয নামাযের সালাম ফেরানো মাত্রই দো'আর জন্য হাত উঠান। এ কাজটিও বিদ'আত। কারণ, সুন্নাত হচ্ছে ; সালাম ফিরিয়ে মাসনুন (হাদীসে উল্লিখিত) দো'আ পাঠ করা। অতঃপর একা একা নিজ প্রয়োজনীয় দো'আ করা। কারণ, এ সময়টি হচ্ছে দো'আ কবুল হওয়ার সময়।

১৬. আযানের পর اللهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ **বলা |** অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি এ আযানের বরকতে আপনার নিকট (অমুক বস্তুটি) কামনা করছি। তেমনিভাবে "মুহাম্মাদান" এর পূর্বে سَـيِّدَنَا "সাইয়িদানা" বাড়িয়ে বলা। অনুরূপভাবে "ফাজিলাতান" এর পরে وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيْعَةَ বাড়িয়ে বলা। এ গুলোর কোনটিও সহীহ হাদীসে পাওয়া যায়না। তাই এ গুলো বলা বিদ'আত। মূলতঃ আযানের পর যে দো'আটি পড়তে হয় তা নিম্নরূপঃ

اللهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّداً الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوْداً الَّذِيْ وَعَدْتَهُ

(বুখারী, হাদীস ৬১৪, ৪৭১৯)

আযানের পর এ দো'আটি পাঠ করলে রাসূল ﷺ এর সুপারিশের অংশীদার হওয়া যাবে।

১৭. মুক্বীম (ইকামাত যে দেয়) যখন قَدْقَامَتِ الصَّلَاةُ **বলে তখন কেউ কেউ বলেনঃ**

أَقَامَهَا اللهُ وَ أَدَامَهَا ، اللهُمَّ أَحْسِنْ وُقُوْفَنَا بَيْنَ يَدَيْكَ قَائِمِيْنَ لله مُطِيْعِيْنَ

এ দো'আটি বলা বিদ'আত। তবে আযানের উত্তরের ন্যায় ইকামাতেরও উত্তর দেয়া যাবে।

রাসূল ﷺ বলেনঃ

بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ

(বুখারী, হাদীস ৬২৪, ৬২৭ মুসলিম, হাদীস ৮৩৮ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৫৮০৪)

অর্থাৎ প্রত্যেক দু' আযানের মাঝে নামায পড়ার বিধান রয়েছে।

এ হাদীসে ইকামাতকেও আযান বলা হয়েছে। তাই ইকামাতেরও উত্তর দেয়া যাবে যেমনিভাবে আযানের উত্তর দেয়া হয়। আযান ও ইকামাতের উত্তর হুবহু আযান ও ইকামাতের ন্যায়। শুধু ব্যবধান এতটুকু যে,

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ এর উত্তরে لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّابِاللهِ "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" বলবে।

দেখুনঃ (বুখারী, হাদীস ৬১১, ৬১২, ৬১৩ মুসলিম, হাদীস ৩৮৩, ৩৮৫)

১৮. অনেকে মনে করেন যে, মুয়াযযিনই ইকামাত দিবেন। অন্য কেউ ইকামাত দিতে পারবেনা। বাস্তবে তা নয়। বরং যে কোন ব্যক্তি ইকামাত দিতে পারবে। কথিত হাদীস مَنْ أَذَّنَ فَهُوَيُقِيْمُ অর্থাৎ "যে আযান দিবে সেই ইকামাত দিবে" একান্ত দূর্বল।

১৯. ইমাম সাহেব ইকামাতের পর কোন জরুরী কাজে ব্যস্ত হওয়ার দরুন নামায শুরু করতে একটু দেরী হয়ে গেলে অনেকে

দ্বিতীয়বার ইকামাত দিতে আদেশ করেন। মূলতঃ তা ঠিক নয়। কারণ, এমনটি রাসূল ﷺ এর ব্যাপারেও ঘটতো। কিন্তু তিনি বেলাল رضي الله عنه কে দ্বিতীয়বার ইকামাত দিতে আদেশ করেননি।

২০. নামাযের নিয়্যাত মুখে উচ্চারণ করা বিদ'আত। তেমনিভাবে "নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া"জাতীয় নিয়্যাত করাও বিদ'আত। কারণ, নিয়্যাত হচ্ছে কোন নেক আমল করার দৃঢ় মনোপ্রতিজ্ঞা। তা মুখে উচ্চারণ করার মতো কোন বস্তু নয়। এ জাতীয় নিয়্যাতের প্রচলন সাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবয়ে তাবেয়ীনের তিন স্বর্ণ যুগের কোন যুগেই ছিলনা।

হযরত আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

(বুখারী, কিতাব ৩৪, ৯৬ বাব ২০, ৬০)

অর্থাৎ কেউ কোর'আন ও হাদিস বিরোধী কোন কাজ করলে তা পরিত্যাজ্য।

২১. নামাযের চার জায়গায় কান অথবা কাঁধ পর্যন্ত হাত না উঠানো। জায়গাগুলো নিম্নরূপঃ তাকবীরে তাহরীমার সময়, রুকুতে যাওয়ার সময়, রুকু থেকে উঠার সময় ও প্রথম তাশাহ্হুদ থেকে উঠার সময়। কারণ, এ জায়গাগুলোতে হাত উঠানো বিশুদ্ধ হাদীস কর্তৃক প্রমাণিত।

(বুখারী, হাদীস ৭৩৫, ৭৩৬, ৭৩৮, ৭৩৯ মুসলিম, হাদীস ৩৯০, ৩৯১ আবু দাউদ, হাদীস ৭২১, ৭২২, ৭২৩, ৭২৬, ৭৪৩, ৭৪৪)

২২. ইমাম সাহেব "আল্লাহু আকবার"বলে তাকবীরে তাহরীমা দিলে মুক্তাদিগণ "আয্যা ওয়া জাল্লা"বলা।

এ শব্দ দু'টো বলা বিদ'আত।

২৩. কেউ কেউ মনে করেনঃ দু'রাক'আতে একই সুরা পড়া জায়েয নেই। মূলতঃ তা ভ্রান্ত ধারণা। কারণ, একদা রাসূল ﷺ ফজরের নামাযের উভয় রাক'আতেই সুরা "যিলযাল" পড়েছেন।

(আবু দাউদ, হাদীস ৮১৬)

২৪. শয়তানের ওয়াসওয়াসায় সুরা "ফাতিহা"দু'বার পড়া। তা ঠিক নয়।

২৫. দাঁড়িয়ে থাকাবস্থায় হাত দু'টো বুকে না বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা। তা কোর'আন ও হাদীসের কোথাও মিলেনা। এমনকি প্রসিদ্ধ কোন ইমাম ও তা শিখিয়ে যাননি।

২৬. আবার কেউ কেউ দাঁড়ানো অবস্থায় হাত দু'টো একত্র করে বুকের বাম পার্শ্বে ঠিক হৃদয় বরাবর রাখেন। এ নিয়মটি সম্পূর্ণরূপে সুন্নাত বিরোধী।

২৭. নিজে অথবা ইমাম সাহেব কোন সুরা পড়ার সময় আল্লাহ্'র নাম আসলে শাহাদাত অঙ্গুলী (তর্জনী) কর্তৃক ইশারা করা। মূলতঃ ইশারার কাজটি শুধু তাশাহ্হুদ পড়ার সময় অন্য কোথাও নয়।

২৮. ইমাম সাহেব কোন সুরা পড়ার সময় اِسْتَعَنْتُ بِـــاللهِ জাতীয় কোন দো'আ বলা। সুন্নাত হচ্ছে ; জান্নাত সংক্রান্ত কোন আয়াত শুনলে তা কামনা করা এবং জাহান্নাম সংক্রান্ত কোন আয়াত শুনলে তা হতে নিষ্কৃতি পাওয়ার আশা করা।

২৯. একাকী নামাযী ব্যক্তির জন্য উচ্চস্বরে কেরাত বিশিষ্ট নামাযে উচ্চস্বরে কেরাত পাঠ করা না জায়েয মনে করা। তবে উচ্চস্বর বলতে নিজের কানে শুনা আন্দায পড়াকে বুঝানো হয়। যাতে মসজিদে অবস্থানরত অন্য কোন মুসল্লী কষ্ট না পায়।

৩০. ইমাম সাহেব সুরা “ফাতিহা” ভিন্ন অন্য কোন সুরা পড়া অবস্থায় মুক্তাদিগণ তা মনদিয়ে না শুনে অন্য কোন সুরা পড়ায় ব্যস্ত থাকা।

৩১. নামাযের মধ্যে বিশুদ্ধভাবে কেরাত পড়া বিশেষ করে সুরা “ফাতিহা” সঠিকভাবে পড়ার প্রতি মনযোগ না দেয়া। এমনকি অনেকে এতদসত্ত্বেও ইমামতির জন্য দাঁড়িয়ে যান।

৩২. শান্ত ভাবে রুকু আদায় না করা। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রুকন।

৩৩. রুকু করার সময় দৃষ্টিকে দু’পায়ের প্রতি নিবদ্ধ রাখা। সুন্নাত হচ্ছে ; পুরো নামাযেই সিজদাহর জায়গার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা। তবে তাশাহ্হুদ পড়া অবস্থায় দৃষ্টিকে শাহাদাত অঙ্গুলীর প্রতি নিবদ্ধ রাখা সুন্নাত। কারণ, তা বিশুদ্ধ হাদীস কর্তৃক প্রমাণিত।

৩৪. শুধু রুকুর তাকবীর দিয়ে ইমাম সাহেবের সাথে রুকুতে শরীক হওয়া। নিয়ম হচ্ছে ; সময় পেলে দু’তাকবীর দিবে ; তাকবীরে তাহরীমা ও রুকুর তাকবীর। তবে সময় না পেলে শুধু তাকবীরে তাহরীমা দিলেও চলবে। কিন্তু শুধু রুকুর তাকবীর দিলে চলবেনা।

৩৫. ইমাম সাহেব রুকু থেকে উঠে গিয়েছেন দেখে তাঁর সাথে তখনই নামাযে শরীক না হয়ে দ্বিতীয় রাক’আত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকা। এ কাজটি একেবারেই পরিত্যাজ্য। নিয়ম হচ্ছে ; আপনি ইমাম সাহেবকে যে অবস্থায়ই পান না কেন তখনই তাঁর সাথে নামাযে শরীক হবেন। কারণ, নামাযের প্রতিটি অংশই পুণ্যময়। যদিও রুকু না পেলে রাক’আত পেয়েছে বলে গণ্য হবেনা।

৩৬. ইমাম সাহেবকে রুকু অবস্থায় পেয়ে কাশ, পদশব্দ বা

﴿ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ ﴾

অর্থাৎ "আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন" বলে ইমাম সাহেবকে আর একটু অপেক্ষা করার ইঙ্গিত প্রদান করা।

৩৭. রুকু থেকে দাঁড়িয়ে দু'হাত উত্তোলন করে দো'আ করা।

৩৮. রুকু থেকে দাঁড়িয়ে উপরের দিকে দৃষ্টি ক্ষেপণ করা।

হযরত জাবির বিন্ সামুরাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُوْنَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لاَ تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ أَبْصَارُهُمْ

(মুসলিম, হাদীস ৪২৮ আবু দাউদ, হাদীস ৯১২)

অর্থাৎ নামাযের ভেতর আকাশের দিকে দৃষ্টি ক্ষেপণকারীদের সতর্ক হওয়া উচিত তারা যেন তা দ্বিতীয়বার না করে। অন্যথায় তাদের দৃষ্টি হৃত-লুণ্ঠিত হবে। তা আর পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে না।

৩৯. রুকু থেকে দাঁড়িয়ে رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَ الشُّكْرُ বলা।

অর্থাৎ "ওয়াশ-শুকর"বাড়িয়ে বলা। হাদীসে চার ধরণের শব্দ রয়েছে। শব্দগুলো নিম্নরূপঃ

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বা رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ বা اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বা اللهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

(বুখারী, হাদীস ৭৯৫, ৭৯৬, ৭৯৯ মুসলিম, হাদীস ৪৭৬, ৪৭৭, ৪৭৮)

আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে ; "ওয়াশ্-শুকর্"শব্দটি হাদীসে নেই তবুও তা বাড়িয়ে বলা হচ্ছে। কিন্তু হাদীসে যা রয়েছে তা বলা হচ্ছেনা। হাদীসে এ দো'আটি রয়েছেঃ

حَمْداً كَثِيْراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيْهِ ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَ مِلْءَ الأَرْضِ ، وَ مِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ – وَ كُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ – اللَّهُمَّ! لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَ لاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَ لاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

(মুসলিম, হাদীস ৪৭৭, ৪৭৮ আবু দাউদ, হাদীস ৮৪৬, ৮৪৭)

অর্থাৎ (হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার জন্যই সকল প্রশংসা) বরকতময় ও পবিত্র অনেক অনেক প্রশংসা। আকাশ, জমিন ও অন্যান্য সকল বস্তু সমপরিমাণ। আপনি হচ্ছেন সকল স্তুতি ও সম্মানের অধিকারী। বান্দাহ্ আপনার শানে যা বলেছে তম্মধ্যে সর্বাপেক্ষা সত্য কথা এই যে, (আর আমরা সবাই আপনারই গোলাম) হে আল্লাহ্! আপনার দানে কেউ বাধা প্রদান করতে পারে না। আপনার নিষেধ উপেক্ষা করে কেউ কাউকে কিছু দিতে পারে না। কোন ধনবান ব্যক্তির ধন-দৌলত তাকে আপনার ক্রোধ থেকে রক্ষা করতে পারে না।

৪০. কোন রুগ্ন ব্যক্তির সিজদাহ্'র সুবিধার্থে বালিশ বা অন্য কিছু উঁচিয়ে রাখা। নিয়ম হচ্ছে ; মাটিতে সিজদাহ দিতে অক্ষম হলে সিজদাহর জন্য ইশারা করবে। তবে সিজদাহর ইশারা রুকুর ইশারার তুলনায় একটু নিম্নগামী হতে হবে।

৪১. নামাযের সর্বশেষ সিজদাহ্ অন্য সিজদাহ্'র তুলনায় খুব দীর্ঘ করা। নিয়মানুযায়ী সকল সিজদাহর সময় সমান হতে হবে।

৪২. শেষ বৈঠকে দুরূদ পড়তে গিয়ে "মুহাম্মাদিন"এর পূর্বে "সাইয়িদিনা" বাড়িয়ে বলা। কারণ, বিশুদ্ধ হাদীসে "সাইয়িদিনা" শব্দটির কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়না।

৪৩. নামাযের প্রথম বৈঠকে তাওয়ার্রুক (দু'পা ডানদিকে রেখে জমিনের উপর বসা) করা। নিয়ম হচ্ছে ; প্রথম বৈঠকে ইফ্তিরাশ (ডান

পা খাড়া রেখে বাম পায়ের উপর বসা) এবং দ্বিতীয় বৈঠকে তাওয়ার্‌রুক করা।
(আবু দাউদ, হাদীস ৯৬৩, ৯৬৪, ৯৬৫)

৪৪. নামাযের পর "আস্তাগফিরুল্লাহ্" পড়তে গিয়ে "আল-আযীমাল জালীল" বাড়িয়ে বলা। তেমনিভাবে "ওয়া মিন্‌কাস্ সালাম" এর পর "ওয়া'আলাইকুমুস্ সালাম" এবং "তাবারাক্‌তা" এর পর "ওয়াতা'আলাইতা" বাড়িয়ে বলা। এসকল বাড়তি শব্দগুলো বিশুদ্ধ হাদীসে পাওয়া যায়না।

৪৫. নামাযী ব্যক্তির সম্মুখ দিয়ে যে কোন বস্তু অতিক্রম করলে নামায নষ্ট হয়ে যায় বলে ধারণা করা। এ ধারণা একেবারেই অমূলক। তবে শুধু তিনটি বস্তুর সম্মুখবর্তী অতিক্রমণ নামায নষ্ট করে দেয়।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْمَرْأَةُ (الْحَائِضُ)، وَ الْحِمَارُ، وَ الْكَلْبُ (الأَسْوَدُ)، وَ يَقِيْ ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ

(মুসলিম, হাদীস ৫১০, ৫১১ আবু দাউদ, হাদীস ৭০২, ৭০৩)

অর্থাৎ তিনটি বস্তু নামায নষ্ট করে দেয় (সাবালিকা) মেয়ে, গাধা ও (কালো) কুকুর। তবে উটের পিঠে বসার জায়গার শেষাংশে অবস্থিত খাড়া কাঠের ন্যায় কোন সোতরা (আড়) নামাযী ও অতিক্রমকারীর মাঝে অবস্থিত থাকলে নামায নষ্ট হবেনা। উক্ত তিনটি বস্তু ছাড়া অন্য কোন বস্তুর সম্মুখবর্তী অতিক্রমণ নামায ভঙ্গ করেনা। তবে নামাযের সাওয়াব কমিয়ে দেয়। যে কোন একা নামায আদায়কারীর কর্তব্য হচ্ছে, নামায পড়ার সময় নিজ সম্মুখে কোন একটি সোতরা স্থিত করা। এতদসত্ত্বেও কোন ব্যক্তি সোতরা ও নামাযী ব্যক্তির মাঝদিয়ে যেতে চাইলে তাকে প্রতিহত করতে হবে।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَىْ شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ

(বুখারী, হাদীস ৫০৯ মুসলিম, হাদীস ৫০৫ আবু দাউদ, হাদীস ৭০০)

অর্থাৎ তোমাদের কেউ কোন বস্তুর আড়ালে নামায পড়াবস্থায় তার সম্মুখ দিয়ে কোন ব্যক্তি অতিক্রম করতে চাইলে তাকে প্রতিহত করবে। তাতেও সে নিশ্চেষ্ট না হলে তাকে শক্তি প্রয়োগে বাধা দিবে। কারণ, সে হচ্ছে শয়তান।

৪৬. জুমার নামায না পেলে দু'রাক'আত কাযা করা। নিয়ম হচ্ছে; জুমার নামায এক রাক'আতও না পেলে সে চার রাক'আত জোহরের নামায আদায় করবে। তেমনিভাবে মহিলারাও ঘরে বসে চার রাক'আত জোহর আদায় করবে। তবে তারা মসজিদে উপস্থিত হলে জুমার দু'রাক'আত আদায় করবে।

৪৭. জুমার খুতবার সময় ইমাম সাহেব দু'হাত উত্তোলন করে কোন দো'আ পাঠ করা অথবা তার প্রত্যুত্তরে মুক্তাদিগণ দু'হাত উঁচিয়ে "আমীন" বলা। নিয়ম হচ্ছে ; খুতবার সময় দু'হাত না উঁচিয়ে দো'আর উত্তরে আস্তে আস্তে "আমীন" বলা। তবে বৃষ্টির জন্য দো'আ করা হলে দু'আত খুব উঁচিয়ে "আমীন" বলা যাবে। এমনকি ইমাম সাহেবও তখন হাত উঠাতে পারবেন।

৪৮. জুমার নামাযের পূর্বে চার রাক'আত সুন্নাত পড়া। মূলতঃ জুমার নামাযের পূর্বে কোন সুন্নাত নেই। কারণ, নবী ﷺ জুমার দিনে ঘর থেকে বের হয়ে সরাসরি মসজিদের মিম্বারে চলে আসতেন এবং আযান শেষ হলে খুতবা শুরু করতেন। তবে যে কোন সময় মসজিদে ঢুকলে দু'রাক'আত "তাহিয়্যাতুল মাসজিদ" পড়ে নিতে হয়।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ ، فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ

(বুখারী, হাদীস ৪৪৪, ১১৬৩ মুসলিম, হাদীস ৭১৪)

অর্থাৎ যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে তখন সে যেন দু'রাক'আত নামায আদায় না করে না বসে। খুতবা চলাকালীনও ছোট ছোট সুরা দিয়ে দু'রাক'আত "তাহিয়্যাতুল মাসজিদ" পড়া যায়। কারণ, খুতবা চলাকালীন জনৈক সাহাবা মসজিদে ঢুকে বসতে চাইলে রাসূল ﷺ তাকে তড়িঘড়ি দু'রাক'আত নামায আদায় করে বসতে আদেশ করলেন। তবে জুমার নামাযের পূর্বে সময় পেলে যথা সম্ভব নফল নামায পড়া যেতে পারে।

৪৯. কেউ কেউ আযানের সময় মসজিদে প্রবেশ করে "তাহিয়্যাতুল মাসজিদ" শুরু না করে আযানের উত্তর দিতে থাকে এবং খতীব সাহেব খুতবা শুরু করলে "তাহিয়্যাহ"পড়ে। এ কাজটি একেবারেই অশুদ্ধ। কারণ, আযানের উত্তর দেয়া সুন্নাত। আর খুতবা শুনা হচ্ছে ফরয বা ওয়াজিব। তাই সুন্নাত আদায় করতে গিয়ে ফরজ বা ওয়াজিব ছেড়ে দেয়া নিহায়েত বোকামি বৈ কি? তাই আযানের সময় মসজিদে প্রবেশ করলে আযানের উত্তর দিতে ব্যস্ত না হয়ে তড়িঘড়ি "তাহিয়্যাহ" পড়ে খুতবায় মনযোগ দিবে।

৫০. তারাবীহের নামায চলাকালীন মসজিদে প্রবেশ করে একা বা চলমান জামাত ভিন্ন অন্য কোন জামাতে 'ইশার নামায আদায় করে ইমামের সাথে তারাবীহের নামাযে শরীক হওয়া। বরং নিয়ম হচ্ছে ; তারাবীহের ইমামের পেছনেই ই'শার নামাযের নিয়্যাত করা। অতঃপর ইমাম সাহেব সালাম ফেরালে বাকী নামায পড়ে নেয়া।

৫১. কাপড়ের উপর দিয়েও সতর (শরীরের যে অংশ ঢেকে রাখা ফরয) বুঝা যায় এমন পাতলা ও সংকীর্ণ কাপড় পরিধান করা।

তেমনিভাবে জাঙ্গিয়া পরে তার উপর পাতলা কাপড় পরিধান করা। এতে করে উরুদ্বয় সম্পূর্ণরূপে অন্যের চোখে পড়ে। এমতাবস্থায় নামায হবেনা। কারণ, সতর ঢাকা নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য পূর্ব শর্ত।

৫২. ফজরের সুন্নাত জামাতের পূর্বে পড়তে না পারায় জামাতের পরে পড়া না জায়েয মনে করা। বরং যে ব্যক্তি জামাতের পূর্বে সুন্নাত পড়তে পারেনি তার ইচ্ছে; সে তা জামাতের পরপরই পড়ে নিবে বা পূর্বাকাশে সূর্য উদিত হলে পড়ে নিবে। একদা জনৈক সাহাবি ফজরের জামাতের সালাম ফিরিয়ে পূর্বে না পড়া ফজরের সুন্নাত পড়ার জন্য দাঁড়িয়ে গেলে রাসূল ﷺ তাকে কোন বাধা প্রদান করেননি।

(আবু দাউদ, হাদিস ১২৬৭)

৫৩. শেষ বৈঠক পেলে জামাত পাওয়া গেল মনে করা। মূলতঃ জামাত পাওয়ার জন্য কমপক্ষে এক রাক'আত নামায জামাতের সাথে পেতে হবে।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الصَّلاَةِ مَعَ الإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ

(বুখারী, হাদীস ৫৮০ মুসলিম, হাদীস ৬০৭)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এক রাক'আত নামায ইমামের (জামাতের) সাথে পেল সে যেন পুরো নামাযই জামাতের সাথে পেয়েছে।

৫৪. জুব্বা, লুঙ্গি, প্যান্ট ইত্যাদি পায়ের গাঁটের নিচে পরা অবস্থায় নামায আদায় করা। উক্ত কাজটি সম্পূর্ণরূপে হারাম।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ

(বুখারী, হাদীস ৫৭৮৭)

অর্থাৎ কোন নিম্নবসন (প্যান্ট, লুঙ্গী ইত্যাদি) পায়ের গিঁটের নিচে গেলে তা জাহান্নামে যাবে।

তিনি আরো বলেনঃ

لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى صَلاَةِ رَجُلٍ يَجُرُّ إِزَارَهُ بَطَراً

(ইব্নু খুযাইমা, হাদীস ৭৮১)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা দম্ভভরে পায়ের গিঁটের নিচে নিম্নবসন পরিধানকারীর নামাযের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না।

৫৫. ফজরের নামাযের আযানের পর তৎক্ষণাৎ আগত কোন কারণ বিশিষ্ট নামায ছাড়া অন্য কোন নফল নামায পড়া অথবা ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাতকে দীর্ঘ করে পড়া।

হযরত হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَ النَّبِيُّ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لاَ يُصَلِّي إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ

(মুসলিম, হাদীস ৭২৩)

অর্থাৎ নবী ﷺ ফজরের সময় হলে হালকা দু'রাক'আত ফজরের সুন্নত ছাড়া অন্য কোন নামায পড়তেননা।

৫৬. কোন ব্যক্তি মসজিদে নফল পড়া অবস্থায় অন্য কেউ তাকে ইমাম বানিয়ে তার পেছনে ফরয নামাযের ইক্তেদা করতে চাইলে তাতে অসম্মতি প্রকাশ করা। মূলতঃ নফল আদায়কারীর পেছনে ফরয আদায় করা যায়। কারণ, হযরত মু'আয ﷺ রাসূল ﷺ এর পেছনে 'ইশার ফরয পড়ে গিয়ে পুনরায় নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের ই'শার ইমামতি করতেন। তা শুনেও রাসূল ﷺ তাকে কোন বাধা প্রদান করেননি।

৫৭. সাহু সিজদাহ্ (ভুলের কারণে যে সিজদাহ্ দেয়া হয়) দিতে গিয়ে سُبْحَانَ مَنْ لاَ يَسْهُوْ وَ لاَيَنَامُ **অথবা** وَ مَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً **পড়া।**

এ দো'আ দু'টো কোন বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থে পাওয়া যায়না।

৫৮. প্রথম কাতার পুরো না করে দ্বিতীয় কাতারে দাঁড়ানো।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ

(আবু দাউদ, হাদীস ৬৬৬ বায়হাকী, হাদীস ৪৯৬৭ মুস্তাদ্‌রাক, হাদীস ৭৭৪ ইব্‌নে খুযাইমাহ, হাদীস ১৫৪৯)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন কাতার অসম্পূর্ণ রেখে দ্বিতীয় কাতারে দাঁড়ায় আল্লাহ্ তা'আলা তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়।

৫৯. জানাযার নামাযের চতুর্থ তাকবীরের পর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা। নিয়ম হচ্ছে; তখনো মৃত ব্যক্তির জন্য দো'আ করা।

৬০. নামায পড়ার পর কাপড়ে পূর্বাজ্ঞাত কোন নাপাক পরিলক্ষিত হলে নামায বিশুদ্ধ হয়নি মনে করে পুনর্বার নামায আদায় করা। তেমনিভাবে পূর্বে জানা থাকলেও নামাযের সময় তা ভুলে গিয়ে নামায আদায় করার পর স্মরণ হলে নামায পুনর্বার আদায় করা। মূলতঃ নামায পুনর্বার আদায় করার কোন প্রয়োজন নেই। একদা রাসূল ﷺ অজ্ঞাতসারে নাপাক জুতো পরিহিতাবস্থায় নামায পড়তে থাকলে জিব্রীল ﷺ নামাযের মধ্যেই তাঁকে জানিয়ে দিলে তিনি তৎক্ষণাৎ জুতো খুলে ফেলে নামায পড়তে থাকেন। অথচ তিনি চলমান নামায ভেঙ্গে দিয়ে নতুন করে নামায পড়তে যাননি।

৬১. নামায চলাকালীন ওযু ভেঙ্গে গেলে অথবা ওযু না করেই নামাযে দাঁড়িয়েছে তা স্মরণ হলেও লজ্জাবশতঃ ওযু করতে না যাওয়া। নিয়ম হচ্ছে; তখন নামায ভেঙ্গে ওযু করে পুনরায় নামাযে শরীক হওয়া।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

(বুখারী, হাদীস ৬৯৫৪ মুসলিম, হাদীস ২২৫)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কোন ওযু ভঙ্গকারীর নামায কবুল করেননা যতক্ষণ না সে ওযু করে নেয়।

এ ছাড়াও প্রতিনিয়ত নামাযে অনেক ভুল পরিলক্ষিত হয় যা এ স্বল্প পরিসরে উল্লেখ করা সমিচীন মনে করছিনা। নামাযের বিস্তারিত আলোচনা নিয়ে শীঘ্রই বেরুতে যাচ্ছে আমাদেরই রচিত "নবী ﷺ যেভাবে নামায পড়েছেন" বইখানা।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন। আমীন সুম্মা আমীন ইয়া রাব্বাল 'আলামীন।

وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ

সমাপ্ত

সূচীপত্র

বিষয়ঃ পৃষ্ঠাঃ

বিষয়ঃ পৃষ্ঠাঃ

আহ্বান

প্রিয় পাঠক! আমাদের প্রকাশিত সকল বই পড়ার জন্য আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমাদের বইগুলো নিম্নরূপঃ

১. বড় শির্‌ক
২. ছোট শির্‌ক
৩. হারাম ও কবীরা গুনাহ্ (১)
৪. হারাম ও কবীরা গুনাহ্ (২)
৫. হারাম ও কবীরা গুনাহ্ (৩)
৬. ব্যভিচার ও সমকাম
৭. আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা
৮. মদপান ও ধূমপান
৯. কিয়ামতের ছোট-বড় নিদর্শন সমূহ
১০. তাওহীদের সরল ব্যাখ্যা
১১. সাদাকা-খায়রাত
১২. নবী ﷺ যেভাবে পবিত্রতার্জন করতেন
১৩. নামায ত্যাগ ও জামাতে নামায আদায়ের বিধান

আমাদের উক্ত বইগুলোতে কোন রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে অথবা কোন বিষয়-বস্তু আপনার নিকট অসম্পন্ন মনে হলে অথবা তাতে আপনার কোন বিশেষ প্রস্তাবনা থাকলে অথবা আপনার নিকট দা'ওয়াতের কোন আকর্ষণীয় পদ্ধতি অনুভূত হলে তা আমাদেরকে অতিসত্বর জানাবেন। আমরা তা অবশ্যই সাদরে ও সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করবো। জেনে রাখুন, কোন কল্যাণের সন্ধানদাতা উক্ত কল্যাণ সম্পাদনকারীর ন্যায়ই।

আহ্বানে
দা'ওয়াহ্ অফিস
কে. কে. এম. সি. হাফ্‌র আল-বাতিন